খালেদা জিয়ার জামিন আবারো নাকচ করলো হাইকোর্ট

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত হয়ে কারাগারে আটক বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। অর্থাৎ এ দফাতেও জামিন পেলেন না খালেদা।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়। সে সময়ে হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী খালেদা জিয়ার সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে পাঠানো তার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, খালেদা জিয়া বিএসএমএমইউ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্মতি দেননি।

এরপর খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা বিশেষায়িত হাসপাতালে তার উন্নত চিকিৎসার জন্য হাইকোর্টে আবেদন জানান।

কিন্তু আদালত তার স্বাস্থ্য রিপোর্ট পড়ে সেই আবেদন খারিজ করে দেন।

রিপোর্টে, খালেদা জিয়ার ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে উল্লেখ রয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে বিএসএমএমইউ-তে উন্নত চিকিৎসা সম্ভব উল্লেখ করে আদালত নির্দেশ দিয়েছে যেন খালেদা জিয়ার সম্মতির ভিত্তিতে দ্রুত তার চিকিৎসা শুরু করা হয়।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চে প্রতিবেদনটি দাখিল করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবর।

এর আগে গত রোববার উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়া সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং চিকিৎসা শুরু হলে কী অবস্থা তা জানাতে বিএসএমএমইউ এর উপাচার্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে প্রতিবন্ধী ধর্ষণ মামলায় ৩ ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদন্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে এক প্রতিবন্ধীকে ধর্ষণের দায়ে বাবলু, হামিদুল, হাসেম আলী নামের ৩ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড, এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক মো: রাফিজুল ইসলাম এ আদেশ দেন। সাজাপ্রাপ্ত বাবলু মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের হারেজ আলীর ছেলে, হাসেম আলী একই গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে এবং ইমাদুল তেরোরিয়া গ্রামের আব্দুল আলীর ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শোলমারী গ্রামের মহসিন আলীর মেয়ে বিধবা প্রতিবন্ধী উলফাতুন্নেছার শারীরিক পরিবর্তন দেখে তার পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয়।

পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে প্রতিবন্ধী উলফাতুন্নেছার জানান, একই সালের ৯ মার্চ তারিখে সহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে তাকে ধর্ষণ করে। পরে উলফাতুন্নেছার ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে।

এই ঘটনায় উলফাতুন্নেছার ভাই মাজিদুল বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধনী ৩ এর ১/৩ ধারাই একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৬। তারিখ ২/১০/২০১৭ ।

পরে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষ করেন এবং পরে চার্জ সীট দখল করেন। মামলায় মোট ১৮ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এতে আসামীরা দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাদের প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন।

একই আদেশে মামলার আসামী বাবলু কর্তৃক ধর্ষিতার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় ওই কন্যা সন্তানকে মাতৃকুলের কোন আত্মীয় কাছে রেখে মানুষ করতে পারবে বলে আদালত সিদ্ধান্ত দেন। ওই কন্যা সন্তান পিতা-মাতা উভয়েরই পরিচয় পরিচিত হবে বলে আদালত সিদ্ধান্ত দেন।

ওই কন্যার বিবাহ পর্যন্ত তার ভরণপোষণ রাষ্ট্র বহন করবে বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়। ওই কন্যা সন্তানের ভরণপোষণের প্রদেয় অর্থ সরকার আসামী বাবলুর নিকট থেকে আদায় করতে পারবে বলে জানানো হয়।

একই সাথে তার বিদ্যমান সম্পদ থেকে আদায় করা সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হবেন সে সম্পদ থেকে তার আদায় হবে। মামলার রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজি শহীদ এবং আসামীপক্ষে অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন কৌশলী ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হ*ত্যার দায়ে যুবকের মৃত্যুদণ্ড

কুষ্টিয়ার খোকসা থানায় স্ত্রী হ*ত্যা মামলায় আব্দুল কাদের (২৮) নামে এক যুবককে মৃত্যুদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (২৯ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান জনাকীর্ণ আদালতে আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আব্দুল কাদের খোকসা উপজেলার দেবীনগর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় নিজ বাড়িতে স্ত্রী মিলি খাতুনকে (২০) মাথায় আঘাত ও শ্বাসরোধ করে হ*ত্যা করে মরদেহ খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বারান্দায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তার স্বামী আব্দুল

কাদের। এ ঘটনায় নিহত মিলি খাতুনের ভাই সাইফুল ইসলাম খোকসা থানায় বোন জামাই আব্দুল কাদেরের বিরুদ্ধে যৌতুক না পেয়ে নির্যাতন করে হ*ত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৮ সালের ৩১ মে আদালতে চার্জশিট দেয় পুলিশ।

কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের কৌঁশুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খোকসা থানার চাঞ্চল্যকর এ হ*ত্যা মামলাটিতে আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আব্দুল কাদেরকে মৃত্যুদণ্ডসহ এক লাখ কাটা জরিমানা করেন আদালত।

মেপ্র/ইএম

বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার কর্মবিরতি

জেলা প্রশাসন সহ মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের (গ্রেড ১৩-১৬)পদবী পরিবর্তন এবং বেতন গ্রেড উন্নতি করনের দাবিতে বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি বাকাসস মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করা হয়েছে।

বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বরে এ কর্মবিরতি পালন করা হয়। বাকাসপের মেহেরপুর জেলার নেতা মিজানুর রহমান নিজাম, মাসুদ রানা তৌহিদুল ইসলাম, আজগর আলী সহঅন্যান্য কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

আরো পড়ুন –মুজিবনগরে সেই অসহায় মাকে শাড়ি কিনে দিলেন তথ্য আপা

দর্শনায় হত্যা মামলার আসামী জামিনে বের হয়ে বাদী পক্ষ কে হুমকি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় যুবলীগ কর্মী পল্টু হত্যাকান্ডের ঘটনায় মামলার এজাহারভুক্ত আসামী তোতা, বাংলা ও আশিক জামিনে বের হতে না হতেই তাদের দলবল নিয়ে বাদী পক্ষকে হুমকি ধামকি দিতে শুরু করেছে।

গতকাল সকালের দিকে পল্টু হত্যার বাদী মঈন উদ্দীন মন্টুকে বাজারে একা পেয়ে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ভয়ভীতি দেখায় এবং প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেয় বিবাদী পক্ষের লোকজন। এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে।

বাদী পক্ষের থেকে জানাযায়, গত ২৩ আগস্ট দর্শনা পুরাতন বাজার রেল ইয়ার্ডে যুবলীগ কর্মী পল্টুকে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে হত্যাকান্ডের ঘটনায় মামলার এজাহারভুক্ত আসামী স্বর্ণ ও মাদক চোরাকারবারী এবং একাধিক মামলার আসামী আব্দুল মান্নান খাঁন ও শেখ আসলাম আলী তোতা, দিপু, বাংলা, আলম, সোহেল ও আশিক এই ৭ জন কিছুদিন পালিয়ে আত্ম গোপন করে থাকার পর প্রশাসনের চিরনি অভিযানের প্রেক্ষিতে কৌশলে হাই কোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে নিম্ন আদালতে হাজির হলে, নিম্ন আদালত তাদেরকে আটকে দেয়।

এরপর কয়েক মাস জেলের ভিতর থেকে একাধিকবার নিম্ন আদালতে ও উচ্চ আদালতে জামিনের চেষ্টা অব্যাহত রাখে বিবাদী পক্ষ।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ই জানুয়ারি সোমবার উচ্চ আদালত ৭ জন আসামীর মধ্যে তোতা, বাংলা ও আশিকের জামিন মঞ্জুর করেন। সেখান থেকে কাগজপত্র চুয়াডাঙ্গায় নিম্ন আদালতে পৌঁছায় গত বৃহস্পতিবারে ওই দিনেই সন্ধার দিকে তারা ৩ জন চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার হতে বের হয়।

আর জেল থেকে বের হতে না হতেই শুরু করেছে বাদী পক্ষের উপর বিভিন্ন ভাবে হুমকি ধামকি।

বাদী পক্ষ আরও জানান, প্রায় প্রতিনিয়তই বিবাদী পক্ষের লোকজন বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য বাদী পক্ষের লোকজনকে হুমকি ধামকি অব্যাহত রেখেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে পল্টু হত্যার বাদী তার বড় ভাই দর্শনা পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঈন উদ্দীন মন্টুকে দর্শনা রেলবাজারের কাঁচা বাজারে একা পেয়ে মোবারক পাড়ার মৃত: কবীর খালাসীর ছেলে পল্টু হত্যা মামলার ২ নং আসামী শেখ আসলাম আলী তোতা, তার বড় ভাই পিন্টু,

মৃত: রাজ্জাক কম্পাউন্ডারের ছেলে ৪ নং আসামী সাইদ খাঁন বাংলা, ইমারতের ছেলে ৭ নং আসামী আশিক ও ১ নং আসামী মান্নান খাঁনের ছোট ভাই হাসু খাঁন সহ অজ্ঞাতনামা ২/৩ জন মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ভয়ভীতি দেখায় এবং প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়। এতে করে বাদী পক্ষের লোকজন আশঙ্কা জনক অবস্থায় জীবন যাপন করছে। তাই বাদী পক্ষের মঈন উদ্দীন মন্টু বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় এ বিষয়ে সাধারণ ডায়েরী করেছে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগষ্ট-২০১৯ তারিখে প্রকাশ্যে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত: আব্দুর রউফ এর ছেলে যুবলীগ কর্মী নঈমউদ্দিন আহম্মেদ পল্টু (৩৫) কে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে পিস্তুল উচিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে এবং ড্রেগার দিয়ে নৃশংস ভাবে খুঁচিয়ে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে যুবলীগের নামধারী কিছু সন্ত্রাসীরা এবং একই গ্রামের মৃত: ফরজ আলীর ছেলে মঞ্জুর আহম্মেদ (৩৪) কে মারাত্মক ভাবে পিটিয়ে আহত করে।

এ ঘটনায় নিহত পল্টুর বড় ভাই মঈনউদ্দীন বাদী হয়ে গত ২৪ আগষ্ট-২০১৯ তারিখে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

আসামীরা হচ্ছে, দর্শনা মোবারক পাড়ার আলী হোসেনের ছেলে আব্দুল মান্নান খাঁন (৪২), মৃত: কবির খালাসীর ছেলে শেখ আসলাম আলী তোতা (৪৩), দর্শনা পুরাতন বাজারের মৃত: জিয়াউল হকের ছেলে দিপু রেজা (৪১), মোবারক পাড়ার মৃত: আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সাইদ খাঁন ওরফে বাংলা (৪১), বাদল খানের ছেলে মোঃ আলম (৪৩), ডাঃ শামসুল ইসলামের ছেলে মোঃ সোহেল (৪০) ও ইমারত আলীর ছেলে আশিক (২১) এ সাতজন সহ অজ্ঞাত আরো ১০/১২ জনকে আসামী করে দামুড়হুদা থানায় মামলা করা হয়।

এদিকে স্থানীয়দের মধ্যে অনেকে বলেছেন, পূর্বেও উক্ত মামলার আসামী মান্নান, তোতা, দিপু, বাংলা ও আলম হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটিয়েও টাকার জোরে ও ক্ষমতার দাপটে বের হয়ে আসে। এবং মোটা টাকার বিনিময়ে বিএনপি থেকে এসে আওয়ামী লীগের মত একটি বড় দলের একাংশ যুবলীগে পদ দখল করে নেয়।

ফলে ক্ষমতার দাপট আরো বেড়ে যায়। দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে এতোটাই বেড়ে যায় যে দর্শনার ইতিহাসে যা ছিলোনা ঠিক তাই করে তারা রেকর্ড গড়ে তোলে শুধু ক্ষমতার লোভে। যার বহিঃপ্রকাশ শোকাবহ আগস্টের ২৩ তারিখ বিকাল সাড়ে ৫ টায় পল্টুর তাজা জীবন ও মঞ্জুর এর রক্তাক্ত জখম। যা আওয়ামী লীগ দলকেও কলঙ্কিত করেছে।

কি দোষ ছিলো নিহত সেই পল্টুর এবং আহত মঞ্জুরের? কেউ জানে না। শুধুই আধিপত্য বিস্তার করাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা। এর আগে দর্শনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামকে হত্যা করে এই মান্নান গ্যাং।

তার পরেও তারা বীর দর্পে প্রকাশ্যে চলাফেরা করে। তবে এবার দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে এই পল্টু হত্যাকান্ডের ঘটনার পরেও যদি ছাড় পেয়ে যায় তাহলে দর্শনায় আর কোন দিন শান্তি ফিরে আসবে না। বরং একের পর এক এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকবে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে চলেছে আবারও।

উক্ত মামলার আসামীদের মধ্যে ৩ জন জামিনে বের হতে না হতেই বাদী পক্ষের লোকজনকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি ধামকি দিতে শুরু করেছে। তাই বিচার বিভাগের নিকট আকুল আবেদন এই হত্যাকান্ডের সঠিক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। যাতে করে পরবর্তীতে এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস কারো না হয়।

মেপ্র/ আরপি

ঝিনাইদহ ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের চেয়ে নিষ্পত্তি বেড়েছে

ঝিনাইদহ ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে আপস ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির হার ২০১৯ সালে বেড়েছে বহুগুণে।

২০১৯ সালে মামলা নিষ্পত্তির হার ৩২৪ শতাংশ। যা আগের বছরের তুলনায় ১১৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। ২০১৯ সালের ১১ মাসে মামলা দায়ের হয়েছে তিনশত পঁচানব্বই (৩৯৫) এবং নিষ্পত্তি হয়েছে ১ হাজার ১৬৭টি। মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যা অভাবনীয় সাফল্য।

গত বছরের শেষে ওই ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা যায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিচারক মো. তাজুল ইসলাম দায়িত্ব নেয়ার পর মাত্র ২০১৯ সালের ১১ মাসে প্রায় ১২ শতাধিক মামলা নিষ্পত্তি করেন।

যার মধ্যে ৬৮০টি মামলা ছিল পুরনো। যেগুলো ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ সালে দায়ের হওয়া। এগুলোকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়ে নিষ্পত্তি করেন।

এ সময় তাকে মিস মামলাসহ প্রায় দেড় হাজার সাক্ষীর সাক্ষ্য নিতে হয়। বিকল্পবিরোধ ও আপসের মাধ্যমে ১১ মাসে শতাধিক ভূমি জরিপ মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যার মধ্যে ভূমি জরিপ মামলার সঙ্গে অনেকের আরো দেওয়ানি মোকদ্দমা রয়েছে।

অনেক ল্যান্ড সার্ভে মামলা তিনি দায়েরের মাত্র ছয়মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করেছেন। তাজুল ইসলাম ইতোপূর্বে খুলনা, ঢাকা, মেহেরপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সারাদেশের ৪২টি জেলার ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মোট তিন লাখ তিন হাজার ৩৫টি মামলা। এসব ট্রাইব্যুনালের মধ্যে ঝিনাইদহে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মাস ওয়ারি নিষ্পত্তির হিসাব গড়ে প্রায় শতাধিক।

যেমন- জানুয়ারি মাসে ১১৫টি, ফেব্রুয়ারি মাসে ৭৩টি, মার্চ মাসে ৮৬টি, এপ্রিলে ৮৭টি, মে মাসে ১১৫টি, জুন মাসে ৯৬টি, জুলাই মাসে

১২৫টি, আগস্ট মাসে ৮৪টি, সেপ্টেম্বর মাসে ১১৫টি, অক্টোবর মাসে ১৪৩টি এবং নভেম্বর মাসে ১১৬টি এবং ডিসেম্বর মাসে ১ দিনে চারটি ও অন্যান্য মামলাসহ ১২ শতাধিক টিএলএসটি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন বিচারক তাজুল ইসলাম।

তাছাড়া সারা দেশের ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল গুলোর চেয়ে ঝিনাইদহ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তির হার তুলনামূলক বেশি। বর্তমানে ১৯৩৮ টিএলএসটি মামলা আছে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একটি ভূমি জরিপ মামলা নং ৯৫৮/২০১৬ মামলার বাদী মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের কেসটি বিচারক নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিবাদীদের সঙ্গে আপোষ করে দেন। আমি এই আদালতে ২০১৬ সালে মামলার জন্য আসি এবং বেশ কয়েকটি তারিখ চলে যায়।

এই বিচারক এসে চার-পাঁচটি তারিখের মধ্যেই আদালত আমাদের মামলাটি আপস করে দেন। আমি আপসের মাধ্যমে আমার দাবিকৃত জমি বুঝে পেয়েছি।’এজন্য তিনি বিচারক, আইনজীবীসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ঝিনাইদহ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের এজিপি বেগম দীল আফরোজ বলেন, ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ যত নিষ্পত্তি হবে তত সমাজে শান্তি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত হবে। সারাদেশের ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের চেয়ে ঝিনাইদহে মামলা নিষ্পত্তির হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

ঝিনাইদহ জেলার সরকারি কৌসুলি জিপি বিকাশ কুমার ঘোষ বলেন বলেন, ‘সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলে উন্নয়ন টেকসই হয়। সারাদেশের চেয়ে ঝিনাইদহে মামলা নিষ্পত্তির হার অত্যন্ত সন্তোষজনক।’

মেহেরপুরে অ্যাডভোকেট এম এম রুস্তম আলী স্মরণে ডেথ

রেফারেন্ডাম

মেহেরপুর জেলা আ্ইনজীবী সমিতির সাবেক সহসভাপতি মরহুম এম এম রুস্তুম আলী স্মরণে জেলা ও দায়রা জজের এজলাসে ডেথ রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় জেলা ও দায়রা জজ এস এম আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য দেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল বিচারক মোঃ রফিকুল ইসলাম মেহেরপুর, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শিরিন নাহার, জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ নাসিমের সঞ্চালনায় স্মরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সভাপতি এস এম ইব্রাহীম শাহীন, মিয়াজান আলী, শফিকুল আলম, আনোয়ার হোসেন, আসাদুল আযম খোকন, ইয়ারুল ইসলাম, কামরুল হাসান, নজরুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, মরহুম এম এম রুস্তম আলীর ছেলে নুরুজ্জামান বাবু প্রমুখ।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

পেঁয়াজের দাম বাড়ায় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

পেঁয়াজের দাম বাড়তে বাড়তে এবার তা ভারতের কোথাও কোথাও ২০০ রুপি ছুঁতে চলেছে। পেঁয়াজ ইস্যুতে সরকারবিরোধীদের আক্রমণের মুখে অস্বস্তিতে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এবার সেই ঝাঁজ গড়িয়েছে আদালতে।

ভারতের কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রামবিলাশ পাসোয়ানের বিরুদ্ধে বিহারের এক আদালতে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে ফৌজদারী মামলা দায়ের হয়েছে। এতে খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ‘প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করার’ অভিযোগ আনা হয়েছে।

মুজ্জাফ্ফরপুর মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে

মামলাটি করেছেন এম রাজু নায়ার নামে এক সমাজকর্মী।

নায়ার নামে সেই মামলাকারী বলেন, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণ করা রামবিলাশ পাসোয়ানের দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন মোদী সরকারের এই মন্ত্রী। এ কারণে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

আগামী ১২ ডিসেম্বর মামলার শুনানির দিন স্থির করেছেন বিচারক মৌর্য কান্ত তিওয়ারি। এদিকে কলকাতায় পেঁয়াজের দাম উঠছে কেজি-প্রতি ১২০ থেকে ১৩০ রুপি।

সূত্র : এই সময়

চুয়াডাঙ্গায় হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় শাহিন হত্যা মামলায় আলম বিশ্বাস নামের একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ মোহা. রবিউল ইসলাম আসামীর উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামীকে পুলিশী প্রহরায় কারাগারে নেয়া হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আলম বিশ্বাস দামুড়হুদার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত আজিজ বিশ্বাসের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৪ এপ্রিল সকালে পূর্ব বিরোধের জের ধরে রঘুনাথপুরের আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাসের ছেলে শাহিনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের পিতা বাদী হয়ে দন্ডপ্রাপ্ত আলম বিশ্বাস, তার ছেলে ডালিমসহ কয়েকজনকে আসামী করে দামুড়হুদা থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দামুড়হুদা থানার এসআই আবু জাহের তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। আদালত এ মামলায় ১৯ জন স্বাক্ষীকে পরীক্ষা করেন।

স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য ও তথ্য উপাত্ত পরীক্ষা শেষে আসামী আলম

বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত। এ মামলার অন্য আসামী ডালিম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাকে খালাস প্রদান করেন।
-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

মেহেরপুরে পৃথক ২ টি মামলায় ২জনের কারাদন্ড

মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পৃথক ২ টি মামলায় ২জনকে কারাদÐ দিয়েছে আদালত।
মঙ্গলবার দুপুরের দিকে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারক মো: শাহিন রেজার আদালত যৌতুক নিরোধ আইনে মহির উদ্দিন নামের এক ব্যক্তিকে ৩ মাসের কারাদন্ড দেন।
মহির উদ্দিন নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার কলোশনগর গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে। মহির উদ্দিন তার স্ত্রীর কাছে যৌতুকের দাবি করায় তার স্ত্রী মামলা দায়ের করেন।
এদিকে একই দিনে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক তারেক মাসুদ জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে মারামারি মামলায় গাড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল সাত্তার এর ছেলে আনসার আলিকে ১ বছর ৬ মাসের কারাদন্ড দেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি